বাণী

সেনা কল্যাণ সংস্থার নবপ্রতিষ্ঠিত মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শুভ উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ও তাদের পোষ্যদের কল্যাণে নিয়োজিত সেনা কল্যাণ সংস্থা দেশের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেবা প্রতিষ্ঠান। স্বোপার্জনের মাধ্যমে সেবাকর্মের নীতি ও আদর্শে পরিচালিত এ সংস্থা তার নিজের পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে সামগ্রিক সেবা ও কল্যাণমূলক কাজের ব্যয় বহন করে আসছে।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের কল্যাণে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মহান লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই সেনা কল্যাণ সংস্থা গঠন করেন। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি এর অনুকূলে কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ করেন। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী-বর্ষে আমি ভেবে আনন্দিত যে দীর্ঘ ২৫ বছরের পথপরিক্রমায় সেনা কল্যাণ সংস্থা তার সেবাধর্মী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি, মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সেনা কল্যাণ সংস্থার উন্নয়নেই শুধু নয়, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সেনা কল্যাণ সংস্থার 'মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর' শুভ উদ্বোধনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সেনা কল্যাণ সংস্থার একটি বৃহদাকার প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। এটি একটি লাভজনক ইউনিট হিসেবে সংস্থার আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা রাখবে তেমনি সামান্য হলেও জাতীয় শিল্প উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস। সংস্থা প্রতি বছর তার আয় থেকে সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের বিশেষ ও ব্যয়-বহুল চিকিৎসা খরচ, সন্তানদের জন্য শিক্ষামূলক বৃত্তি ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, এই নতুন ফ্যাক্টরীর সংযোজনে তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এই ফ্যাক্টরীর শুভ উদ্বোধন ক্ষণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন, অশেষ মোবারকবাদ। সেনা কল্যাণ সংস্থা তার জন্মলগ্ন থেকেই নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে - ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় কলেবরে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সেবা ও দেশ গঠনে তার গৌরবদীপ্ত ভূমিকা অব্যাহত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি সেনা কল্যাণ সংস্থার সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি।

লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, পি এস সি
সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ড
সেনা কল্যাণ সংস্থা

সেনা কল্যাণ সংস্থা

সেবা ও কল্যাণ কাজে নিবেদিত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠানের নাম সেনা কল্যাণ সংস্থা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কল্যাণে গঠিত যুদ্ধোত্তর সার্ভিসেস পুনর্গঠন তহবিল (Post War Services Reconstruction Fund)-কে পাকিস্তান আমলে ফৌজি ফাউন্ডেশন নামকরণ করা হয়। এ ফৌজি ফাউন্ডেশনই বাংলাদেশের সেনা কল্যাণ সংস্থা। ১৮৯০ সালের চ্যারিটেবল এনডোমেন্ট এ্যাক্ট অনুসারে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংস্থা সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ও তাদের পোষ্যদের বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পূর্ণ অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের পুনর্বাসনের বিষয় চিন্তা করেই তদানীন্তন বৃটিশ ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর সার্ভিসেস পুনর্বাসন তহবিল (Post War Services Reconstruction Fund) নামে তহবিল সংগ্রহ শুরু করে। উক্ত তহবিল হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অত্র এলাকার সৈনিকদের সংখ্যানুপাতে ৫২.২০ লক্ষ টাকা লাভ করে। এ তহবিল ১৯৫৩ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান সেনা বাহিনী প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির নিকট উক্ত টাকা হস্তান্তর করা হয়। উক্ত কমিটি এ তহবিল নিষ্ক্রিয় না রেখে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

সেনা কল্যাণ সংস্থা ১৯৭২ সালে ২.৫ কোটি টাকা নীট ওয়ার্থ নিয়ে এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ সংস্থার নীট ওয়ার্থ এর পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে।

স্বাধীন ও আইনসিদ্ধ দাতব্য প্রতিষ্ঠান সেনা কল্যাণ সংস্থা'র প্রশাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে সরকার অনুমোদিত একটি অছি পরিষদ। মাননীয় সেন্য প্রধান পদাধিকার বলে এ পরিষদের সভাপতি। এ সংস্থা সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সাহায্য গ্রহণ করে না। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ও তাদের পোষ্যদের কল্যাণে নিয়োজিত এটি একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী খাতে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি কল্যাণ, শিল্প ও বাণিজ্য খাতের বিভিন্ন খরচ স্ব-উপার্জিত অর্থ দ্বারাই মিটিয়ে থাকে। অছি পরিষদের পরেই আছে সংস্থার একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ। সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদাধিকার বলে এ পরিষদের সভাপতি। সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ এর সদস্য। এটি হল কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত। এছাড়া আছে একটি পরিচালক পর্ষদ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রধান। অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ হলেন সদস্য। এটি সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

অত্যন্ত নগণ্য অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে শুরু করে সেনা কল্যাণ সংস্থা বর্তমান অবস্থানে পৌছেছে। বর্তমানে সংস্থার সর্বমোট টার্নওভার ২৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে। ফৌজি ফাউন্ডেশন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুটিকয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্থায়ী সম্পত্তি ও বিনিয়োগ দিয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সরকার থেকে কয়েকটি পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে এগুলোকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করা হয়। সংস্থা ক্রমান্বয়ে এর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে কিছু নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে। সংস্থার নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সর্ব বৃহৎ। ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সেনা কল্যাণ ভবন নামে সংস্থার একটি সুরম্য ভবন রয়েছে। সেনা কল্যাণ সংস্থা বিভিন্ন কর বাবদ সরকারী রাজস্ব ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকে।

সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পোষ্যদের সাধারণতঃ শিক্ষা বৃত্তি, প্রশিক্ষণ বৃত্তি এবং চিকিৎসা সুবিধার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। সংস্থা প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষা বৃত্তি হিসেবে প্রায় ২০.৫০ কোটি টাকা, প্রশিক্ষণ বৃত্তি হিসেবে ১.২০ কোটি টাকা এবং চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২.৮৫ কোটি টাকাসহ মোট প্রায় ২৪.৫০ কোটি টাকা প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পোষ্যদের জন্য ব্যয় করে। সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে সংস্থার আয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সংস্থা কল্যাণ কার্যক্রমে ব্যয় করেছে ৪ কোটি টাকার উপরে। এর মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি খাতে ব্যয়ের পরিমাণই হল ৩.৫০ কোটি টাকা।

সংস্থার সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, তা হল এর কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তদের অর্থাৎ প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পোষ্যদের কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

বর্তমানে এ সংস্থা ১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ১১টি স্থায়ী সম্পত্তি (Real Estate)'র মালিক। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হলঃ ফৌজী ফ্লাওয়ার মিলস, ডায়মন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, চিটাগাং ফ্লাওয়ার মিলস, সেভয় কনফেকশনারী, সেভয় আইসক্রীম ফ্যাক্টরী, ফৌজী ব্রেড এ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী, এনেসেল টেক্সটাইল মিলস, ইস্টার্ণ হোসিয়ারী মিলস, এস কে ফেব্রিক্স, এস কে টেক্সটাইলস, বায়েজিদ ইন্ডাস্ট্রিজ, ফেসন্স মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ফেক্টো ইয়ামাগেন ইলেকট্রনিকস এবং মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী।

প্রধান প্রধান স্থায়ী সম্পত্তি (Real Estate) গুলি হলঃ ঢাকায় সেনা কল্যাণ ভবন, আমিন কোর্ট বিল্ডিং, ল্যান্ড এ্যান্ড প্রিমিসেস অব মেসার্স ফিলিপ্স, মহাখালী, চট্টগ্রামে স্টীল হাউস, জে জে রেবাক (বাংলাদেশ) লিঃ, এনেসেল ম্যানশন, কালুরঘাট এস্টেট, আগ্রাবাদ প্লট, খুলনায় সেনা কল্যাণ ভবন, এবং শিরোমণি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট প্রভৃতি।

ঢাকায় সংস্থার একটি সৈনিক ল্যাম্পস প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং একটি বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া ও সিলেটে একটি করে বিক্রয় কেন্দ্র আছে। সংস্থা বর্তমানে যে সকল প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এগুলো হল, প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন প্রকল্প, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ঢাকা, খুলনা, বগুড়া ও সিলেটে ময়দা কল স্থাপন, টঙ্গীতে একটি সুপার মার্কেট নির্মাণ, মহাখালীস্থ ডিওএইচএস-এ একটি সুপার মার্কেট নির্মাণ এবং চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদে একটি হোটেল / বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সেনা কল্যাণ সংস্থা এর কল্যাণ কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় হাতে নেয়। কল্যাণ কার্যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এর আয়ের উৎস বিভিন্নমূখী করা দরকার। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংস্থা, এর প্রতিষ্ঠা কাল হতে আজ পর্যন্ত কোন লোকসানের সম্মুখীন হয় নি। সংস্থার মোট ১৩৭ জন কর্মকর্তা, ৫৪২ জন কর্মচারী, ৪০৪ জন স্থায়ী ও প্রায় সহস্রাধিক অস্থায়ী শ্রমিকসহ প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অত্র সংস্থায় কর্মরত থেকে সংস্থার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় নিয়োজিত আছে। সেনা কল্যাণ সংস্থার উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করে আপনারাও এ মহতী কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার অংশীদার হবেন এ আশা রেখে সমগ্র দেশবাসীর দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

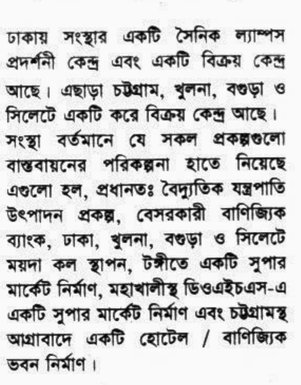

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শাহ্ জালাল, পিএসসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সেনা কল্যাণ সংস্থা

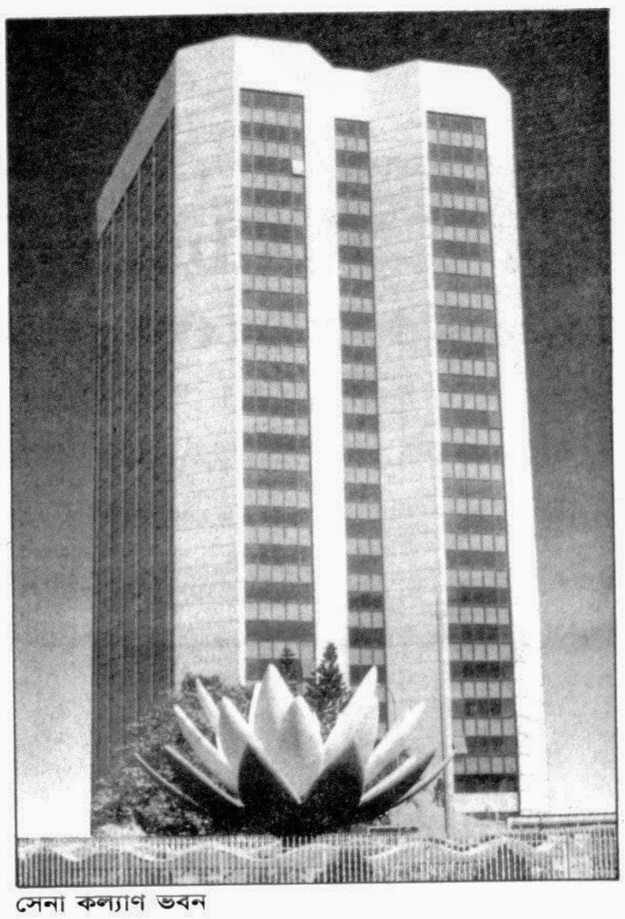

সেনা কল্যাণ ভবন

মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের ধারায় এই দেশ এখনও প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। সরকার এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন দেশের উন্নয়নে প্রযুক্তিক এবং কাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সিমেন্টের ব্যবহার ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অন্য কথায় সিমেন্টের ব্যবহার কোন দেশের উন্নয়নের গতি নির্ধারক এবং সূচকের কাজ করতে পারে।

ক্রম উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের সিমেন্টের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের সিমেন্ট আমদানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬,১০,১০০ মেঃ টন, সেক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫,০৪,০০০ মেঃ টন (২,৭৯,৭০০ মেঃ টন ক্লিংকারসহ)। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০%।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বেশ কিছু সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ বৃটিশ আমলে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাকী অন্যান্য ৬টি ফ্যাক্টরী ১৯৭৪ সালের পর হতে বিভিন্ন সময়ে উৎপাদনে যায়। সেনা কল্যাণ সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দেশে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং দেশের ক্রমবর্ধমান সিমেন্টের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে সেনা কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশে একটি সিমেন্ট ক্লিংকার গ্রাইন্ডিং ফ্যাক্টরী তৈরী করার পরিকল্পনা ১৯৮৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে গ্রহণ করে এবং ১৯৮৯ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী তৈরী করার অনুমোদন লাভ করে।

১৯৯৪ সনের ডিসেম্বরে মেশিনারী স্থাপনার কাজ শেষ করা হয় এবং পরম করুণাময় আল্লাহ-তায়ালার অশেষ রহমতে একই বৎসরের ৯ ডিসেম্বর মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করা হয়। এ সিমেন্ট ফ্যাক্টরী নির্মাণে ব্যয় হয়েছে মোট ৬৫.৪২ কোটি টাকা।

মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপঃ

ক.	উৎপাদিত পণ্য	অর্ডিনারী পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট। ভবিষ্যতে স্লাগ সিমেন্ট তৈরীর পরিকল্পনা আছে।
খ.	উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড	এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট।
গ.	উৎপাদন ক্ষমতা	ঘন্টায় ৬৫ মেঃ টন। দৈনিক ১৩০০ মেঃ টন বৎসরে ৩.৯০ লক্ষ মেঃ টন।
ঘ.	প্যাকিং ক্ষমতা	ঘন্টায় ১০০ মেঃ টন।
ঙ.	গ্রাইন্ডিং মিল	ক্লোজ সার্কিট বল মিল।
চ.	কনভেয়র বেল্ট ক্যাপাসিটি	ঘন্টায় ১৮০ মেঃ টন।
ছ.	৪ টি হপার বিশিষ্ট জেটির দৈর্ঘ্য	১৫০ মিটার।
জ.	১ টি ক্লিংকার সাইলোর ধারণ ক্ষমতা	১০,০০০ মেঃ টন।
ঝ.	২টি সিমেন্ট সাইলোর ধারণ ক্ষমতা	১০,০০০ মেঃ টন (প্রতিটি ৫,০০০ মেঃ টন)।
ঞ.	১টি জিপসাম সাইলোর ধারণ ক্ষমতা	৪,০০০ মেঃ টন।
ট.	১টি স্লাগ সাইলোর ধারণ ক্ষমতা	১,০০০ মেঃ টন।
ঠ.	উৎপাদিত সিমেন্টের মান	বিডিএস-২৩২/১৯৯৩ অথবা বিএস-১২-১৯৭৮ এর সম মানের।

বাংলাদেশে বর্তমানে সিমেন্টের চাহিদা প্রায় ৩০ লক্ষ টন। বাংলাদেশে স্থাপিত ৭টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদন করা হচ্ছে। এদের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৭,২১,০০০ টন, অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান সিমেন্ট চাহিদার প্রায় ৫০% ভাগ দেশে তৈরী সিমেন্টের মাধ্যমে মিটানো সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের চাহিদার মাত্র ২০ থেকে ২৫% অংশই বাংলাদেশে উৎপাদিত সিমেন্ট দ্বারা মিটানো হচ্ছে। বাকী অংশ আমদানী করা হচ্ছে। সিমেন্ট রাসায়নিকভাবে অস্থিতিশীল একটি দ্রব্য। পানির সাথে চূড়ান্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটি স্থিতি প্রাপ্ত হয়। স্বভাবগত ভাবেই, উৎপাদনের পর মুহূর্ত হতে এটা প্রাকৃতিক জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করতে থাকে। আমদানীকৃত সিমেন্ট উৎপাদন দিন হতে নির্মাণ কাজে ব্যবহার হওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে ৯০ দিন অতিবাহিত হয়। ফলে দেখা যায় যে, ব্যবহারের সময় আমদানীকৃত সিমেন্টের একটা বিরাট অংশ আর কার্যোপযোগী থাকে না। 'সিমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হ্যান্ডবুক' অনুযায়ী তিন মাস সময়ে সিমেন্টের শক্তি প্রায় ১০% হ্রাস পায়।

নিম্ন মানের আমদানীকৃত সিমেন্ট ব্যবহারের কারণে নির্মিত ইমারত এবং অন্যান্য কাঠামো দূর্বল হচ্ছে, ফলে ব্যবহারকারীদের জীবন ও সম্পদের উপর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বিপরীতে দেশে প্রস্তুতকৃত সিমেন্ট উৎপাদনের ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে এ সিমেন্টের শক্তি স্বাভাবিকভাবেই আমদানীকৃত সিমেন্ট অপেক্ষা বেশী থাকে। তদুপরি দেশীয় সিমেন্টের মান সরকারী সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সর্বোপরি, দেশীয় প্রস্তুতকারীগণ কখনই নিম্ন মানের সিমেন্ট প্রস্তুত করে প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি নিতে চাবে না।

(০য় পৃঃ ০য় কঃ দেখুন)

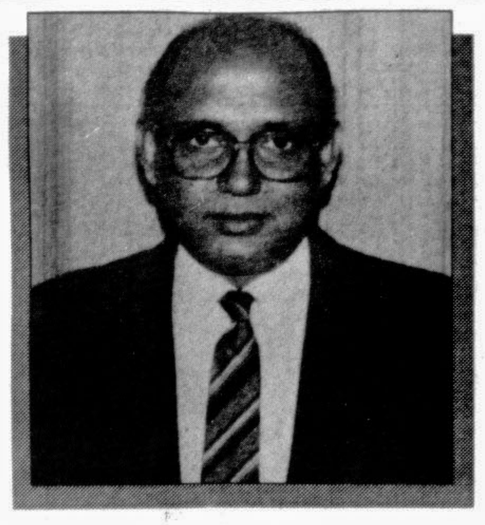

বাণী

দেশে উৎপাদিত সিমেন্ট আমদানীকৃত সিমেন্টের তুলনায় বরাবরই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। অতএব, বিদেশ হতে ক্লিংকার এনে দেশী সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেনা কল্যাণ সংস্থার মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এগুলির মধ্যে অন্যতম। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য অর্থায়নে অত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া, পণ্য উৎপাদন ও জনবল নিয়োগের মাধ্যমে মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শুভ উদ্বোধনের এ মুহূর্তে আমি অত্র প্রতিষ্ঠান তথা সেনা কল্যাণ সংস্থার সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তোফায়েল আহমেদ
মন্ত্রী
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

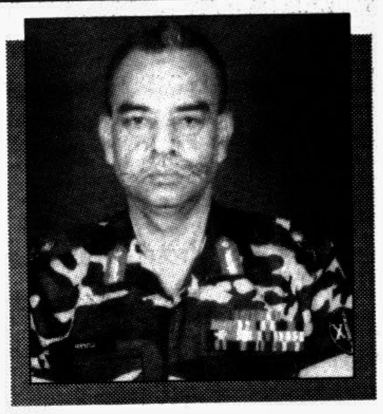

বাণী

সেনা কল্যাণ সংস্থার মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই মহান উদ্বোধন মুহূর্তে এই শিল্প কারখানার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের অনাগত জীবন সুন্দর ও অনাবিল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠুক এবং সেই সাথে তাঁদের আন্তরিক কর্তব্য নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম এই ফ্যাক্টরীকে আশানুরূপ উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। বিগত দিনগুলিতে সেনা কল্যাণ সংস্থার দক্ষ ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য মিল-কারখানা যেমন সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে ও সন্তোষজনকভাবে ক্রমাগত মুনাফা অর্জন করেছে অনুরূপভাবে এই নতুন ফ্যাক্টরীটিও সংস্থার আয়ের পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হবে এবং সেবামুখী কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলে আমি আশা করি। সকলের কর্তব্য-নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম এই নতুন ফ্যাক্টরীটিকে উন্নয়নের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আমি এই শুভ মুহূর্তে সেনা কল্যাণ সংস্থা ও নব প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর সাফল্য কামনা করি।

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান, বিপি,
এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও
সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিষদ
সেনা কল্যাণ সংস্থা